যুগান্তর

তারিখ ... 1 FEB 2013 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ২ ...

দুর্নীতির আখড়া রংপুর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়

মাহবুব রহমান, *রংপুর ব্যুরো*

দুর্নীতির কারণে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন রংপুর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সব নিয়োগ বন্ধ করে দিলেও নতুন কৌশলে ভিসি গোপনে নিয়োগ প্রক্রিয়া অব্যাহত রেখেছেন। গোপনে তিনি গত দু'দিনে আরও ২৮৬ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ দিয়েছেন বলে বিশ্ববিদ্যালয়ের একাধিক গোপন সূত্রে জানা গেছে। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের নথিপত্র অনুসন্ধান করে আরও ভয়াবহ দুর্নীতির তথ্য পাওয়া গেছে। এ পরিস্থিতির মুখে বর্তমান মহাজোট সরকার আমলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার একান্ত ইচ্ছায় নতুন স্থাপিত এ বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড এবং শিক্ষা ব্যবস্থার গুণগতমান নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে। প্রশাসন ব্যবস্থায় মারাত্মক অস্থিরতা দেখা দিয়েছে। উল্লেখ্য, ভিসি প্রফেসর ড. মু. আবদুল জলিল মিয়ার বিরুদ্ধে শিক্ষক কর্মচারী নিয়োগ, আত্মীয়করণ, অবকাঠামো নির্মাণ, অভ্যন্তরীণ ক্রয়, ক্ষমতার অপব্যবহার। তারা গত সপ্তাহে সরেজমিন দু'দিন ধরে তদন্ত করে এর সত্যতা পায়। এরপরই গত ২৮ জানুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন থেকে এক জরুরি পত্র পাঠিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সব নিয়োগ প্রক্রিয়া বন্ধ করে দেয়া হয়।

এ ঘটনার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি গোপনে ভুয়া নথিপত্র তৈরি করে জানুয়ারি মাসেই নতুন করে ২৮৬ জন কর্মচারী-কর্মকর্তা নিয়োগ দিয়েছেন বলে গুরুতর অভিযোগ পাওয়া গেছে। জানুয়ারি মাসের প্রথম ও শেষ সপ্তাহে তাদের নিয়োগ দেখানো হয়েছে। নতুন ২৮৬ ও পুরাতন ১৮০ জন শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী মিলে মোট ৪৬৬ জনের নামে ৬০লাখ ৫৪ হাজার ৮৭৬ টাকার বেতন বিল উত্তোলনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি স্বাক্ষরিত কাগজপত্র গতকাল রংপুর জনতা ব্যাংক লালবাগ শাখায় পাঠানো হয়েছে। আরও ৮০ জনের নিয়োগ দেখিয়ে তাদের বেতন বিল প্রস্তুত করা হচ্ছে। এ বিষয়ে জানতে চাইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার অধ্যাপক মোজাম্মেল হক বলেন তিনি এ বিষয়ে কিছুই জানেন না। যদিও বেতন বিলের কাগজপত্রে তার স্বাক্ষর করার কথা; কিন্তু গত দুই মাস ধরে ভিসি নিজের স্বাক্ষরে বেতন বিল ও যাবতীয় ব্যাংক হিসেব পরিচালনা করছেন। তিনি জানান গত অক্টোবর মাস পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী মিলে তিনি ১৮০ জনের বেতন বিলে স্বাক্ষর করেছেন। এর বাইরে তিনি কিছুই বলতে পারেননি।

গোপনে নিয়োগ প্রক্রিয়া অব্যাহত

এসব বিষয়ে অনুসন্ধান করতে গিয়ে যুগান্তরের অনুসন্ধানে যে চিত্র পাওয়া গেছে তা আরও ভয়াবহ। ভিসি তার আত্মীয়-স্বজনকে বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগ দিয়ে রংপুর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় পারিবারিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করেছেন। শুধু তাই নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন ভঙ্গ করে শিক্ষার নামে বাণিজ্য চালাচ্ছেন। তিনি বিধি-বহির্ভূতভাবে 'নর্থ বেঙ্গল ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ' নামে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্তকরণ করেছেন। ওই প্রতিষ্ঠানটি ইতিমধ্যে ৬টি বিষয়ে অনার্স ও মাস্টার্স কোর্সে ভর্তির জন্য বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে। অথচ বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় আইনের ২৭(১) ধারা মোতাবেক ওই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি অধিভুক্ত করতে হলে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সুপারিশ নেয়া বাধ্যতামূলক এবং কোন ইনস্টিটিউট করা হলে তা হবে কেবল নারী শিক্ষার প্রসারে এবং উচ্চতর গবেষণা কাজের জন্য। এ ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের ২৭(২) ধারা অনুযায়ী কোন ইনস্টিটিউট করার ক্ষেত্রে সর্ববিধির কথা বলা হয়েছে আর সিন্ডিকেট কর্তৃক সকল সর্ববিধি চ্যান্সেলরের কাছে অনুমোদন নেয়া বাধ্যতামূলক। 'নর্থ বেঙ্গল ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ' বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত করার ক্ষেত্রে এসব নিয়ম মানা হয়নি। শুধু তাই নয়, ওই প্রতিষ্ঠানটির বিজ্ঞপ্তিতে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রাম ব্যবহার করে বলা হয়েছে: অনার্সসহ সব সনদপত্র বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দেয়া হবে। এ ছাড়া আরও গুরুতর অভিযোগ পাওয়া গেছে ওই প্রতিষ্ঠানটির মালিকানা সদস্য হিসেবে উপাচার্য প্রফেসর ড. মু. আবদুল জলিল মিয়া ও তার মেয়ের নাম রয়েছে। এ ছাড়া অবৈধভাবে থাকা সিন্ডিকেট সদস্য ড. শামসুজ্জামান এ প্রতিষ্ঠানের নির্বাহী পরিচালক। তাই কোন নিয়ম না মেনেই 'নর্থ বেঙ্গল ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ' নামে ওই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্তকরণ করা হয়েছে। ভিসির বিরুদ্ধে তদন্ত কমিটি নিয়োগ ও আত্মীয়করণের ক্ষেত্রে সীমাহীন দুর্নীতির তথ্য পেয়েছে তাতে দেখা যায় রিসার্চ অফিসার হিসেবে ভিসির মেয়ে রুমানা ফেরদৌসি জলিল, হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা হিসেবে ভিসির ভাই মাহবুবর রহমান, সহযোগী অধ্যাপক ভায়রা ড. মোঃ গাজী মাজহারুল আনোয়ার, প্রভাষক শ্যালিকার মেয়ে আরা তানজিয়া, সেকশন অফিসার ছোট ভাইয়ের মেয়ে শীমা আক্তার, সেকশন অফিসার শ্যালিকার মেয়ে মনিরা খাতুন তন্বি, সেকশন অফিসার মেয়ের বান্ধবী মোছাঃ তাহমিনা আফরোজ লিপি, সহকারী পরিচালক ভায়রা রেজাউল করিম শাহ, সেকশন অফিসার বন্ধুর মেয়ে সুরভী, এমএলএসএস ভাতিজির দেবর আব্দুল মান্নান মণ্ডল কানু, অফিস সহকারী শ্যালক ওবায়দুর রহমান, রেজিস্ট্রার মোঃ শাহজাহান আলী মণ্ডলের ভাই সেলিম অপারেটর সবুজ মণ্ডল, কম্পিউটার অপারেটর বোন সুফিয়া বেগম, কম্পিউটার অপারেটর শ্যালিকা অঞ্জনা বেগম, কম্পিউটার অপারেটর ভায়রা ভাই এনায়েতুল করিম, এমএলএসএস ভায়রার ভগ্নিপতি আকুল ইসলাম, সহকারী পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মোঃ ফিরোজুল ইসলামের ভাগ্নি কম্পিউটার অপারেটর সাবুনা, বোন সোনালী, এ্যাসিসট্যান্ট সিকিউরিটি অফিসার ভাতিজি জামাই লোকমান হাকিম, এমএলএসএস ভাগ্নি জামাই রায়হান প্রধান, এমএলএসএস চাচাতো ভাই রবিউল ইসলাম, সেকশন অফিসার মামাতো ভাই মোঃ সিরাজ, ক্যাটালগার ভাবী রেশমিন আরা, উপ-পরিচালক এটিএম গোলাম ফিরোজের স্ত্রী সেকশন অফিসার ফারহানা সরকার, কম্পিউটার অপারেটর ভাগ্নে মোঃ সোহান মিয়া, সিনিয়র মেডিকেল অফিসার ডাঃ মোস্তফা হাবীব আনছারীর ভাই টেকনিশিয়ান মোস্তফা জামান, ভাই এমএলএসএস কামাল আহমেদ, ব্যবস্থাপনা বিভাগের শিক্ষক রফিউল আযম খানের স্ত্রী সেকশন অফিসার সিরাজুম মুনীরা, মার্কেটিং বিভাগের শিক্ষক শেখ মাহেদুল হকের স্ত্রী প্রভাষক শিউলি বেগম, পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক ড. গাজী মাজহারুল আনোয়ারের ভগ্নিপতি অফিস সহকারী মোঃ হুমায়ুন কবীর নিয়োগ পেয়েছেন। এসব নিয়োগকৃতের অনেকের বিতর্কিত দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের সনদ দিয়ে চাকরি দেয়া হয়েছে।